সংবাদ

তারিখ ... ... 31.10.84 ...
পৃষ্ঠা ... ... 4 কলাম 1 ... ...

0 041

সংবাদ

ঢাকা: বুধবার, ১৪ই কার্তিক, ১৩৯১

# গণটোকাটুকির সিনাজুরি

পরীক্ষায় গণটোকাটুকিকে কেন্দ্র করে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে—অনেক সংঘর্ষ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। নকল করতে বাধা দেয়ায় অনেক শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন, আবার নকল সরবরাহ করতে গিয়ে ধরা পড়ে অনেক শিক্ষক হয়েছেন বহিষ্কৃত। এসবের তুঙ্গ রূপ দেখা গেছে গত বছর জগন্নাথ কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ডিগ্রী পরীক্ষায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবছর থেকে ওই কেন্দ্র বাতিল করেছেন এবং দুর্নীতি ও নকলের সাথে জড়িত ছাত্র ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন। এ ব্যবস্থা বিভিন্ন মহল থেকে অভিনন্দিত হয়েছিল। কারণ আশা করা গিয়েছিল এর শুভ প্রতিক্রিয়া পড়বে পরীক্ষা পরিবেশে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তা হয়নি। আসলে গণটোকাটুকির ব্যাপারটা এক অলিখিত অধিকার হিসেবে আমাদের শিক্ষা জীবনের গভীরে প্রবেশ করে কিভাবে যেন এক ধরনের স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। সে স্বীকৃতি জন্ম দিয়েছে দাপট ও দৌরাত্ম্যের। তার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়েছে জগন্নাথ কলেজে, অনির্দিষ্ট কালের জন্যে সেখানে ক্লাস বর্জন শুরু হয়েছে। এ আন্দোলন গত ২৫শে অকটোবর সন্ত্রাসের রূপ ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ও কার্জন হলের পরীক্ষার কেন্দ্রে। জগন্নাথ কলেজের একদল ছাত্র হাতবোমা ফাটিয়ে সেখানে হামলা চালায়। তারা পরীক্ষা হলগুলোর ক্ষতি করে এবং পরীক্ষার খাতায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এই হাঙ্গামায় আহত হয় প্রায় ১৫ জন। এরফলে ঢাকা শহরের কলেজগুলোর সনাতন সম্মান ও এম এ পরীক্ষার ৬টি বিষয়ের পরীক্ষা পরিত্যক্ত হয়। বাকি পরীক্ষাগুলো কলাভবনের পরীক্ষা-কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তবে ঘটনার এখানেই শেষ নয়। জগন্নাথ কলেজ ছাড়াও ঢাকা শহরের আরো চারটি কলেজ—ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, ইডেন কলেজ ও বদরুন্নেছা কলেজের পরীক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে পরীক্ষাগুলো পিছিয়ে দিয়ে তা স্ব স্ব কলেজে গ্রহণের দাবী জানিয়ে বলেছে, নয়ত তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্র বর্জন করবে। সে বর্জনের ঘটনা উপলক্ষে আবার হাঙ্গামা হয়েছে গত ২৯শে অকটোবর। জগন্নাথ কলেজের কয়েকজন ছাত্রের নেতৃত্বে একদল উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থী কলাভবনের পরীক্ষা কেন্দ্রে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পরীক্ষা বন্ধ করেছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে তারা মলোটভ ককটেল ফাটিয়েছে, শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করেছে।

এতেই বোঝা যায় গণটোকাটুকি ব্যাপারটার জোর কতখানি। কিন্তু আমরা মনে করি, এখনো একেবারে হতাশ হওয়া চলে না। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একটি সময়োচিত গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছে, তা আমাদের মধ্যে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছে। ওই বিবৃতিতে পরীক্ষায় শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের জন্যে পরীক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ ও ইডেন কলেজের ১১৭ জন পরীক্ষার্থীও পরীক্ষা বানচালের ঘৃণ্য তৎপরতার প্রতিবাদ ও নিন্দা করেছেন।

আসলে ছাত্র সমাজকে এখন বুঝতে হবে গণটোকাটুকিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত এই আন্দোলনে ন্যায়সংগত কিছু নেই, গৌরবেরও কিছু নেই—এ আন্দোলন তাদের সচেতন সংগ্রামী ভাবমূর্তিকে শুধু ক্ষুণ্ণ করবে না, তাকে কলংকিতও করবে। তাদের আরো বুঝতে হবে, এটা মহলবিশেষের কারসাজি এবং ওই মহল সংখ্যালঘু। কলেজের খাতায় ছাত্র হিসেবে নাম লেখা থাকলেও তারা অন্য পরিচয়ে অন্য সব কর্মকাণ্ডে বেশি জড়িত—তাই লেখাপড়ায় ফাঁকি পড়েছে, পরীক্ষায় নকল করা ছাড়া ওই ফাঁকি পূরণের কোনো উপায় তাদের জানা নেই। তাই এই সংখ্যালঘুর প্ররোচনা ও দাপটের মুখে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠরা বিভ্রান্ত হয় এবং তার ফলে যদি তাদের শিক্ষাজীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তাহলে এর চেয়ে বেশি দুর্ভাগ্যজনক আর কিছুই হবে না। আমরা আশা করব, গণটোকাটুকির যে কলংক দায় হিসেবে ছাত্রসমাজের ঘাড়ে চেপে বসেছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যেই তারা কাম্য ভূমিকা পালন করবেন। পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের উচিত হবে, যে বিশেষ গোষ্ঠীটি হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনকে এখন অচলাবস্থার মধ্যে ঠেলে দিতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া।